খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালার কার্যবিবরণী:

প্রধান অতিথি	:	জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভাপতি	:	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
কর্মশালার স্থান	:	শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ	:	২৯/১২/২০২১, বুধবার, বেলা ১১-০০টা।
কর্মশালায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'।

কর্মশালার শুরুতে ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অত:পর দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্তে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়।

জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব), কেসিসি বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। শুদ্ধাচার চর্চার অংশ হিসেবে প্রতি বছর কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কে ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ করানো হবে। কেসিসিতে ভাল কাজের ভাল পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারের ব্যবস্থা আছে। গত বছর করোনার মধ্যে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কেসিসির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে ভাল কাজ করেছেন বিধায় ভাল কর্মকর্তা হিসেবে তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কেসিসিতে শুদ্ধাচার চর্চা করা হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা হবে। দুদক ও সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। তিনি সভাকে জানান যে, মেয়র মহোদয়ের সাথে তিনিসহ সকলেই সততার সাথে কাজ করতে চান। সততার সাথে ভালভাবে কাজ করলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের মধ্যে ১ম স্থান লাভ করবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি, এসএনভি এবং সরকারি তথ্য কর্মকর্তা কেসিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য হতে সভায় প্রকাশ পায় যে, কেসিসিতে শুদ্ধাচার চর্চা শুরু হয়েছে এবং মাননীয় মেয়র মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কেসিসির সকল বিভাগ/শাখায় দুর্নীতি নির্মূল করা হবে। কেসিসিতে জনগণ যে কোন সেবা নিতে আসলে সময়মত তার কাজটি করে দেয়া অথবা তার সংশ্লিষ্ট কাজের দপ্তর দেখিয়ে দেয়া, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সেবা মূল্য গ্রহণ ও সঠিক সেবা প্রদান করা, নৈতিকতা বজায় রেখে কাজ করলে একদিকে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন মজবুত হয়। অন্যদিকে সে সকলের আস্থাভাজন হয়ে উঠে এবং অবশ্যই তার সাফল্য আসবে। নৈতিকতা বজায় রেখে জনগণকে কাজের সহযোগিতা করা বা কাজটি করিয়ে দেয়া খুবই ভাল কাজ। সততার প্রতীক মেয়র মহোদয়ের সহযোগী হিসেবে কর্মচারীরাও শুদ্ধাচার করছেন এবং দুর্নীতি বর্জন করেছেন। এটা সব সময় সক্রিয় রাখার আশা পোষণ করা হয়। দুর্নীতি বিষয়ে কারো কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন না হলে প্রত্যেক দপ্তরে, সিটি ক্যামেরা স্থাপন করার জন্য সভায় মতবাদ ব্যক্ত করা হয়। সিটি কর্পোরেশন যে সব সেবা দিয়ে থাকে এবং সকল সেবার নির্ধারিত মূল্য সিটিজেন চার্টারে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। সব বিষয়ে তথ্য সমূহ জনগণ যাতে জানতে পারে সে জন্য প্রত্যক ওয়ার্ড অফিসে এবং নগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিটিজেন চার্টার টাঙ্গিয়ে দিতে হবে এবং তাতে সেবার ধরন ও সেবা মূল্য নির্ধারণ করে সেবা পাবার দপ্তর উল্লেখ থাকলে জনগণ সহজে কাঙ্খিত সেবা পাবে। তাহলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন দুর্নীতিমুক্ত হবে।

এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের সেবার ধরণ ও মান সম্পর্কে লিফলেট তৈরি করে জনগণের মধ্যে বিতরণ ও মাইকিং করার মতব্যক্ত করা হয়। কেসিসিতে শুদ্ধাচার চর্চা করা হচ্ছে এবং দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে অবগত হয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ সভাপতি জনাব জাফর ইমাম অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন। স্কুল কলেজ পর্যায়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে দুর্নীতির কুফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়ে তারা ২০০৮ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। সভায় আরো প্রকাশ পায় যে, এ নগরের অধিকাংশ বাড়ির সেফটিক ট্যাংক হতে মূল ড্রেনের সাথে পাইপ লাইনের সংযোগ দেয়া আছে এবং ঘরের জানালা দিয়ে ময়লা আবর্জনা ড্রেনে ফেলে দেয়। এসব মন্দ চর্চা প্রতিরোধ করা না হলে পরিবেশ মারাত্মক দূষণের সম্মুখীন হবে। অপরদিকে, বাড়ি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে রাস্তার উপর ইট, বালি, খোয়া ইত্যাদি রেখে নির্মাণ কাজ চালানোর ফলে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ ধরনের বিঘ্নকারীদেরকে জরিমানা করে এসব কিছুর শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। পৌরট্যাক্স এবং ট্রেড লাইসেন্স ফিস্ অন লাইনে ঘরে বসে দেবার ব্যবস্থা করলে জনগণ উপকৃত হবে এবং সিটিজেন চার্টারে সকল কাজের ফিস্ এর টাকা উল্লেখ থাকতে হবে। তাহলে সহজে কেসিসিতে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ বজায় থাকবে।

অত্র কর্মশালার প্রধান অতিথি জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, খুলনার মানুষের জন্য সুন্দর শহর উপহার দেয়ার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সকলে মিলে কাজ করতে হবে। অফিশিয়াল কাজের জবাবদিহিতা না থাকলে কাজের ফল ভাল হয় না। কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের উপর তিনি খুশি নন। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন পূর্বক নীতিবান হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য তিনি আহবান জানান। ব্রিটিশ আমলে খুলনা শহর পরিচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখন মানুষ বিল্ডিং তৈরি করে সেপ্টিক ট্যাংকের সাথে ড্রেনে পাইপ সংযোগ দেয়। আবার রান্না ঘর থেকে ময়লা-আবর্জনা ড্রেনে নিক্ষেপ করে। ফলে ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ আসে। এতদসংক্রান্তে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ময়লা আবর্জনা থেকে সার, ডিজেল ইত্যাদি তৈরি করার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

অপর পাতায়

বৃষ্টির সময় কাজের মান ভাল হয় না বিধায় ঐ সময় ড্রেন ও রাস্তার উন্নয়ন কাজ করতে দেয়া হবে না। কেসিসি'র ড্রেনের সাইড ওয়ালের উপর বাউন্ডারি ওয়াল করা যাবে না। জনগণের টাকায় নির্মিত ফুটপাত, রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি দখল করে কিছুই নির্মাণ করা যাবে না। জনগণের ভোটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে জনগণের সুযোগ-সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কেডিএ আবাসিক নির্মাণ করে। তাদের প্রত্যেক আবাসিক এলাকায় সেকেন্ডারি পয়েন্ট, স্কুল, খেলাধূলার মাঠ, পার্ক, ইত্যাদির সংস্থান রাখতে হবে। তিনি সকলকে দুর্নীতিমুক্ত থেকে নীতিবান হয়ে কাজ করে খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে তথা দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) কেসিসি দুর্নীতি করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন মর্মে তিনি সভাকে জানান। তিনি সকল প্রকার দুর্নীতি প্রতিরোধ করবেন এবং কেসিসি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত থাকার আহবান জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নম্বর	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজেদেরকে ভুলত্রুটি সংশোধন করে নৈতিকতার সাথে কাজ করার ও দুর্নীতিমুক্ত কেসিসি গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

২৯/১২/২১

লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৭৭-৭২০৪০৯
E-mail: ceo.kcc.kln@gmail.com

স্মারক নম্বর- কেসিসি/সেবি/সা.প্রশা/৭-১৯৭(অংশ-৪)/২২-২০০৪(৬) তারিখ -২৯/১২/২০২১

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নম্বর.............,কেসিসি।
২। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। আইটি ম্যানেজার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসির ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ)।
৭। সি.এ.টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। সংশ্লিষ্ট নথি।

২৯/১২/২১

লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৭৭-৭২০৪০৯
E-mail: ceo.kcc.kln@gmail.com

D:\Current File\Durnity\Resulation\29.12.21 Resulation.Docx

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

২৭/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখ নগর ভবনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে সকাল ১১-০০টা থেকে দুপুর ১-০০টা পর্যন্ত "দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায়" উপস্থিতিঃ

সভায় উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র: নং	নাম	পদবি	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	মো: মনিরুল আলম মিলন	প্রতিনিধি	০১৭৩২২১২৫৬৬	
২.	মো: [illegible] আহমেদ [illegible]	CC	০১৭১৫৫২০৮৬১	
৩.	কাজী মোঃ ইমরান হাসান	D.C.T	[illegible]	
৪.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ACT	01916-66658	
৫.	তপন কুমার নন্দী	C.T	01712744184	
৬.	মো: মাহবুব আলম	S.L.O	01718-898073	
৭.	এস, এম হাফিজুর রহমান	BAO	01711-[illegible]35	
৮.	আবু মোজাফফর মাহমুদ	SRC, BRAC	01708498555	
৯.	রফিক উদ্দীন [illegible]	সদস্য দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি	01711-184732	
১০.	এম এম ইকবাল হোসেন বিপ্লব	সদস্য দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি	০১৭১২-৪৪২৮৪৩	
১১.	এড. শামীমা সুলতানা শিল্পী	সভানেত্রী টি.আই.বি. সনাক	01715106890	
১২.	মোঃ আবু জাফর	সহ-সভাপতি মুদ্রক, খুলনা	০১৭১১২৭৬৮০৩	
১৩.	সুনীল কুমার গুহ	নির্বাহী পরিচালক রূপান্তর	০১৭১১৮৪৫১৭৫	
১৪.	মোহাম্মদ জাফর ইমাম	অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বি.এল. কলেজ	০১৭১১৮৮০৯৪৮	
১৫.	মো: সুলতান হোসেন	আলোকচিত্র সাংবাদিক, PID	01715548274	
১৬.	গোলাম মোস্তফা	জনসংযোগ সহকারি	01857343092	

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

২৯/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখ নগর ভবনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে সকাল ১১-০০টা থেকে দুপুর ১-০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় "দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায়" উপস্থিতিঃ

সভায় উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র: নং	নাম	পদবি	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭.	[illegible]	[illegible]	01671-608041	[illegible]
১৮.	আনিছ উল রহমান	CPO, KCC	01711310317	[illegible]
১৯.	ডাঃ স্বপন কুমার হালদার	CHO, KCC	01720002147	[illegible]
২০.	ডাঃ মোঃ [illegible]	V.O	01712-245176	[illegible]
২১.	মোঃ আনিসুর রহমান	CO.	01711981551	[illegible]
২২.	মোঃ আহিদুজ্জামান খান	R.O. (Incharge)	01716953844	[illegible]
২৩.	মোঃ আব্দুল মান্নান (অবঃ)	কনজারভেন্সি সুপার	01816-839357	[illegible]
২৪.	মোঃ নূরুজ্জামান তালুকদার	E.O.	01713912756	[illegible]
২৫.	মোঃ ইউনুস আলী	নিরাপত্তা [illegible]	017[illegible]2341	[illegible]
২৬.	মোঃ আঃ রহমান	বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা	0[illegible]8660060 88	[illegible]
২৭.	মোঃ মাহমুদুল আলম [illegible]	[illegible]	0170572281 42	[illegible]
২৮.	মোঃ [illegible]	[illegible]		
২৯.	মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	[illegible]	01816941337	[illegible]
৩০.	নুরুন্নাহার মুনি	[illegible]	01711-385173	[illegible]
৩১.	মশিউজ্জামান খান	সহঃ কাউঃ অফিসার	01979102070	[illegible]
৩২.	এস কে এম তাহাদুজ্জামান	নিঃ প্রঃ-১, কেসিসি	01922852694	[illegible]
		[illegible], কেসিসি	01711275255	[illegible]

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

২৯/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখ নগর ভবনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে সকাল ১১-০০টা থেকে দুপুর ১-০০ট অনুষ্ঠেয় "দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায়" উপস্থিতিঃ

সভায় উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র: নং	নাম	পদবি	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
৬৩,	লস্কর: [illegible] ইসলাম	CEO	01715306660	[signature]
৬৪,	মো: আমিনুল ইসলাম মুকুল	কাউন্সিলর, [illegible]	০১৭১১৯৮৪৯৪০	[signature]
৬৫,	[illegible] মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	প্যানেল মেয়র	০১৭১১২৩৬৯২৬	[signature]
৬৬,	মো. আজমুল হক	সচিব	০৪১২-৭২১১১১	[signature]
৬৭,	মো. এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী	01711646735	[signature]

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
সাধারণ প্রশাসনিক শাখা

নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/III-২২৭৩(অংশ-৪)/২২-২২৮৬ তারিখঃ২০ /০৬/২০২২খ্রিঃ।

বিষয় ঃ দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ৩১/০৫/২১খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০১৬.০০১.২০২০.৬৪৬ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ৩.১ এ উল্লিখিত "দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা" আয়োজনের নির্দেশনা রয়েছে। এরই আলোকে আগামী ২৬ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখ নগর ভবনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে দুপুর ১২.০০ টায় "দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালার" আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। অনুষ্ঠেয় কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

২০/৬/২২

লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৭৭-৭২০৪০৯
ceo.kcc.kln@gmail.com

....

....

....

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

১। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, কেসিসি (বর্ণিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো)।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), কেসিসি (বর্ণিত সভায় অংশগহণের জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো)।
৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(সিভিল), কেসিসি (বর্ণিত সভায় অংশগহণের জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো)।
৫। নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (বর্ণিত সভায় অংশগহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো)।
৬। বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। চীফ প্লানিং অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (বর্ণিত সভায় অংশগহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো)।
৮। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৯। আই.টি ম্যানেজার, কেসিসি (বর্ণিত সভায় অংশগ্রহণসহ কেসিসির ওয়েব সাইটে আপলোড করণের অনুরোধ করা হলো)।
১০। সি এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১১। সি এ টু প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেসিসি।
১২। সংশ্লিষ্ট নথি।

D:\a My Documents\Big pad 17-21.doc

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর আলোকে ২৬/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে "দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায়" উপস্থিতি:

কর্মশালায় উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র:নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১।			
২।	লস্কর নজরুল ইসলাম	CEO, KCC	[signature]
৩।	মোঃ আজমুল হক	সচিব, কেসিসি	[signature]
৪।	অ্যাডভোকেট মোঃ আলমগীর কবির	কমান্ডার, খুলনা মহানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। [illegible]	[signature]
৫।	মকবুল হোসেন মিন্টু	সাবেক ডে. কমান্ডার খুলনা মহানগর মু. সংসদ, সাবেক সভাপতি, খুলনা প্রেস ক্লাব	[signature]
৬।	নূরুল ইসলাম মনু	সাবেক স. কমান্ডার, সাবেক কমিশনার কেসিসি	[signature]
৭।	সরদার মাহবুবুর রহমান	[illegible] জেলা মুক্তিযোদ্ধা [illegible], কমান্ডার,	[signature]
৮।	রফিকুল ইসলাম খোকন	নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর, আহ্বায়ক, নাগরিক ফোরাম	[signature]
৯।	মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	[illegible]	[signature]
১০।	মো: [illegible]	S.L.O	[signature]
১১।	তপন কুমার নন্দী	C-T	[signature]
১২।	মো: আবদুস সালাম [illegible]	UD	[signature]
১৩।	ড. মো: [illegible] বিশ্বাস	VS, KCC	[signature]
১৪।	শুভ প্রতীক দাস	Social Worker	[signature] 26.06.22
১৫।	মো: মিজানুর রহমান	সহকারী আইটি ম্যানেজার	[signature] 26-6-22
	বিপ্লব সাহা	ক্যামেরাম্যান BTV, খুলনা	[signature]
১৬।	[illegible]	[illegible]	[signature]

D:\Current File\Durnity\Hajira.Docx

৭০/

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর আলোকে ২৬/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে "দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায়" উপস্থিতি:

কর্মশালায় উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র:নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১৭/	Abdullah Al Mamun	Reporter/Somoy TV	[signature]
১৮/	মো: [illegible] আহমেদ খান	সিটি কো-অর্ডিনেটর, SNV	[signature]
১৯/	মো: মিজানুর রহমান	উপসহকারী প্রকৌশলী	[signature]
২০/	মো: [illegible]	প্রধান সহকারী প্রকৌশলী	[signature]
২১/	রেজবিনা খানম	সভাপতি, কে সি সি	[signature]
২২/	ডাঃ শরীফ শাম্মীউল ইসলাম	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	[signature]
২৩/	[illegible]	প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা কেসিসি	[signature]
২৪/	[illegible] শেখ	নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) কেসিসি	[signature]
২৫/	মো: আব্দুল আজিজ	SE(M) & CWMO, KCC	[signature]
২৬/	মো: মনিরুজ্জামান	BAO	[signature]
২৭/	সাইফুজ্জামান খান	ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কেসিসি	[signature] 26/6/22
২৮/	মো: মনজুরুল ইসলাম	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কেসিসি	[signature] 26/6/22
২৯/	Shaikh Ashrafuzzaman	President Khulna Unnayan Somonnoy Committee	[signature]
৩০/	মোঃ আহিদুজ্জামান খান	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কেসিসি	[signature]
৩১/	[illegible]	[illegible]	[signature]
৩২/	[illegible]	[illegible] খুলনা	[signature]
৩৩/	হাজী মো: হাফিজুর রহমান	যুগ্ম আহবায়ক নাগরিক ফোরাম	[signature]

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর আলোকে ২৬/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে "দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায়" উপস্থিতি:

কর্মশালায় উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র:নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
৩৪।	মো: আমিনুল ইসলাম মুকুল	প্যানেল মেয়র	[signature]
৩৫।	প্যাঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	প্যানেল মেয়র	[signature] ২৬/০৬/২২
৩৬।	আলী আকবর টিপু	" "	[signature] ২৬/৬/২০২২
৩৭।	শাহীন জামাল পন	নাগরিক নেতা	[signature]
৩৮।	প্রফ: [illegible] দাস	নাগরিক ফোরাম	[signature]
৩৯।	[illegible]	F.O, Rupantar	[signature]
৪০।	অ্যাড. [illegible]	সদস্য সচিব নাগরিক ফোরাম, খুলনা	[signature]
৪১।	নাজমুল আহমেদ স্বপন	নাগরিক ফোরাম	[signature]
৪২।	প্রদীপ [illegible]	"	[signature]
৪৩।	কার্তিক চন্দ্র রায়	N F.	[signature]
৪৪।	[illegible]	PID [illegible]	[signature]
৪৫।	মো: সুলতান রেহমান	[illegible] PID	[signature]
৪৬।	মো: [illegible]	সহকারী/[illegible]	[signature]

D:\Current File\Durnity\Hajira.Docx

দৈনিক দেশ ও জনগণের কথা বলে www.deshsanjog.com

দেশ সংযোগ

The Daily Desh Sanjog

সোমবার ▼ ২৭ জুন ২০২২ ইং ▼ ১৩ আষাঢ় ১৪২৯ বাংলা

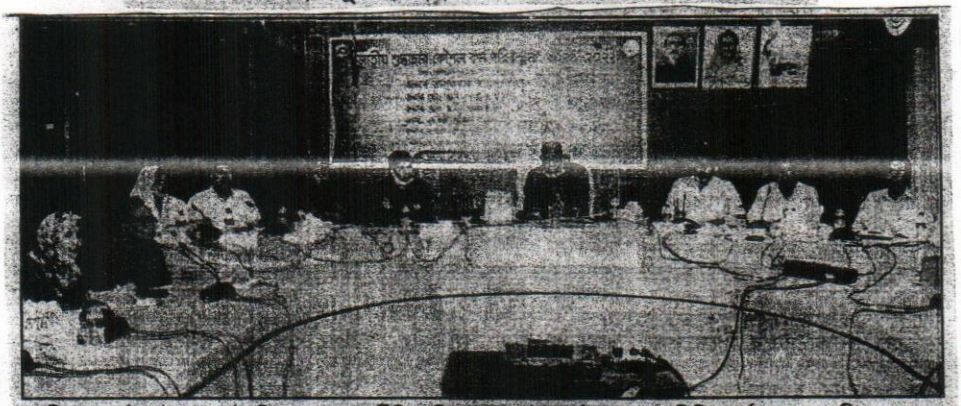

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহিদ আলতাফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেসিসি'র মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক।---দেশ সংযোগ

সুশাসনের প্রধান বাধা দুর্নীতি : সিটি মেয়র

তথ্যবিবরণী :

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা রবিবার দুপুরে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহিদ আলতাফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেসিসি'র মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সুশাসনের জন্য দুর্নীতি হল প্রধান বাধা। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে আত্মসমালোচনা দরকার। যদি সবাই সবার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে তাহলে দুর্নীতি কমানো সম্ভব হবে। কেউ দুর্নীতি করলে তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন তা যেন প্রতিটি অফিসেই বাস্তবায়ন করা হয়। মেয়র বলেন, নগরীর প্রতিটি ঘরে সিটি কর্পোরেশনের সেবা পৌঁছে দিতে ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটিকে শক্তিশালী করতে হবে। নাগরিকদের সেবা দেওয়া ও তাদের সেবা গ্রহণে সমন্বয় সৃষ্টি করতে জনমত গঠন জরুরি। তিনি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার আহবান জানান। কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ লস্কার তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেসিসি'র প্যানেল মেয়র মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ আলী আকবর, এ্যাড. মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু ও সচিব মোঃ আজমুল হক। কর্মশালায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলমগীর কবির, সরদার মাহাবুবার রহমান, খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপপ্রধান তথ্য অফিসার জিনাত আরা আহমেদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, কেসিসি'র বিভিন্ন শাখার প্রধান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

দৈনিক পূর্বাঞ্চল
খুলনা সোমবার ২৭ জুন ২০২২

খুলনা সিটি মেয়র আলহাজ্ব তালুকদার আব্দুল খালেক গতকাল জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায় বক্তৃতা করেন।-পূর্বাঞ্চল

খুলনায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালায় সিটি মেয়র

সবাই যদি তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে, তাহলে দুর্নীতি কমানো সম্ভব হবে

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা গতকাল রবিবার দুপুরে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহিদ আলতাফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেসিসি'র মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সুশাসনের জন্য দুর্নীতি হল প্রধান বাধা। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে আত্মসমালোচনা দরকার। সবাই যদি তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে তাহলে দুর্নীতি কমানো সম্ভব হবে। দুর্নীতি করলে তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন তা যেন প্রতিটি অফিসেই বাস্তবায়ন করা হয়। মেয়র বলেন, নগরীর প্রতিটি ঘরে সিটি কর্পোরেশনের সেবা পৌছে দিতে ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটিকে শক্তিশালী করতে হবে। নাগরিকদের সেবা দেওয়া ও তাদের সেবা গ্রহণে সমন্বয় সৃষ্টি করতে জনমত গঠন জরুরি। তিনি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার আহবান জানান।
কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ লস্কার তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেসিসি'র প্যানেল মেয়র (২-এর পাতায় ৩ কঃ)

সবাই যদি তার দায়িত্ব

মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ আলী আকবর, এ্যাড. মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু ও সচিব মোঃ আজমুল হক। কর্মশালায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলমগীর কবির, সরদার মাহাবুবার রহমান, খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপপ্রধান তথ্য অফিসার জিনাত আরা আহমেদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, কেসিসি'র বিভিন্ন শাখার প্রধান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।-তথ্য বিবরণী

দৈনিক জন্মভূমি
DAINIK JANMOBHUMI
সোমবার ২৭ জুন ২০২২ইং ১৩ আষাঢ় ১৪২৯ বাংলা

সুশাসনের জন্য দুর্নীতি হল প্রধান বাধা : সিটি মেয়র

তথ্য বিবরণী

সুশাসনের জন্য দুর্নীতি হল প্রধান বাধা। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে আত্মসমালোচনা দরকার। যদি সবাই সবার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে তাহলে দুর্নীতি কমানো সম্ভব হবে। কেউ দুর্নীতি করলে তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন তা যেন প্রতিটি অফিসেই বাস্তবায়ন করা হয়। মেয়র বলেন, নগরীর প্রতিটি ঘরে সিটি কর্পোরেশনের সেবা পৌঁছে দিতে ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটিকে শক্তিশালী করতে হবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। রোববার দুপুরে সিটি কর্পোরেশনের শহিদ আলতাফ

(২ পাতার ৭কঃ দেখুন)

সুশাসনের জন্য দুর্নীতি হল প্রধান

মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কেসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ লস্কার তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেসিসির প্যানেল মেয়র মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ আলী আকবর, এড. মেমরী সুফিয়া রহমান তনু ও সচিব মোঃ আজমুল হক। কর্মশালায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলমগীর কবির, সরদার মাহাবুবার রহমান, খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপ-প্রধান তথ্য অফিসার জিনাত আরা আহমেদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, কেসিসির বিভিন্ন শাখার প্রধান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
বিদ্যুৎ ও আইসিটি শাখা

পূর্বসূত্রঃ কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/III-১২৯৩/ P-২/২২-১২৯৭ তারিখ ২২/০৬/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

কার্যক্রমের নাম	অগ্রগতি
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পন্ন (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি বিধি মোতাবেক হস্তান্ত করা।	২০২১-২২ অর্থ বৎসরে অত্র শাখার কোন সমাপ্ত প্রকল্প ছিল না।
৩.২ উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি (এমআইএস) প্রবর্তন	কাজটি বাস্তবায়নের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সহকারী আইটি ম্যানেজারকে দ্বায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজটি চলমান আছে;ডাটা বেজ এবং ওয়েব এপ্লিকেশন কাঠামো তৈরী করা হয়েছে যা আগামী ৩০ দিনের দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে।
৩.৩ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অন লাইন ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন	কাজটি চলমান আছে। ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি ও ক্যালকুলেশনের পরীক্ষামূলক কাজ চলমান আছে। চুড়ান্তভাবে ব্যবহার উপযোগী করতে আরও ২ মাস সময় লাগবে।

5.7.22
মোঃ রিদওয়ানুর রহমান
সহকারী আইটি ম্যানেজার
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

৫/৭/২২
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

৫/৭/২২
শেখ হাসান হাসিবুল হক
আইটি ম্যানেজার
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

০৫/০৭/২০২২
জাহিদ হোসেন শেখ
নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
কর আদায় শাখা

এস এন ভি কর্তৃক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত সফটওয়্যারটি প্রাথমিক ভাবে ২২নং ওয়ার্ডে টেস্ট পিরিয়ড হিসাবে কার্যক্রম চলমান আছে।

কালেক্টর অব ট্যাক্সেস
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

মোঃ আজমুল হক
সচিব(উপসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

০৯/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২-০০ টায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে জনাব মুলনীতি নাজিবুল আলম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এর সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী উন্নতি " দিবস-২০২১ পালন সংক্রান্তে সভার কার্যবিবরণী:

প্রধান অতিথি	:	জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভাপতি	:	জনাব নাজিবুল আলম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেসিসি।
কর্মশালার স্থান	:	শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ	:	০৯/১২/২০২১, বৃহস্পতিবার, বেলা ১২-০০টা।
সভায় উপস্থিতি	:	**পরিশিষ্ট 'ক'।**

সভার শুরুতে মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রথমে কেসিসি'র ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলামকে কোরআন থেকে তেলাওয়াতের অনুরোধ জানালে তিনি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অত:পর সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে খুলনা পাবলিক হলের সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন ও বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমের উপর স্কীন প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন।

ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম, ভেটেরিনারি অফিসার, কেসিসি বলেন, দুর্নীতি এক ধরনের ব্যাধি। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে এ ব্যাধি দূর করতে হবে এবং এটা দূর করা দরকার। বঙ্গবন্ধু সারাজীবন দুর্নীতি প্রতিরোধ করেছেন। যে ব্যক্তি কাজে ফাঁকি দেয়, ঘুষ খায়, বিদেশে তথ্য ফাঁস করে বা দেশকে বিকিয়ে দেয় সে দুর্নীতিবাজ। আবার যারা ঘুষ খায় তাদের বাধা না দেয়াও দুর্নীতি এবং অফিসের কাজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা দুর্নীতির পরিচায়ক। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আগে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল, এখন দেশ অনেক এগিয়ে গেছে এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও অনেক ভাল। তিনি কেসিসিতে সকল প্রকার দুর্নীতি প্রতিরোধে বর্তমান মেয়র মহোদয়কে সহযোগিতা করতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ডাঃ স্বপন কুমার হালদার, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কেসিসি বলেন, বর্তমান মেয়র মহোদয় নীতিতে অটল এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে সর্বদা অবস্থান গ্রহণ করেন। ব্যক্তি ও কর্মজীবনে সে বিষয়টি মাথায় রেখে চাকরি জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। কেসিসিতে যারা সেবা নিতে আসে সেক্ষেত্রে শুদ্ধাচার পালন করা উচিত এবং সেবা গ্রহীতাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে হবে। ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে খুলনার সুনাম শুনা যায়। যার যার কর্মক্ষেত্রে খুলনার মর্যাদা যেন উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পায় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান, রাজস্ব কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কেসিসি বলেন, বিবেকের বিরুদ্ধে যে কোন কাজ করাই দুর্নীতি। বাংলাদেশ এক সময় দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এটা দূর করতে সময় লাগবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালের ভিশন অনুযায়ী দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এসডিজি অর্জনে ১৭টি পয়েন্টের উপর কাজ চলছে। ভারত মানব সম্পদ উন্নয়নে এগিয়ে আছে। আমাদের দেশের বড় বড় মেঘা প্রকল্প পদ্মা ব্রীজ, মেট্রোরেল, মাতার বাড়ি ও রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে যাবে। তাতে অনেক বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং দেশ অনেকটা দুর্নীতিমুক্ত হবে।

ডাঃ পেরু গোপাল বিশ্বাস, ভেটেরিনারি সার্জন, কেসিসি বলেন, জাপানে থাকাকালীন তিনি দেখেছেন মিথ্যা কথা জাপানীরা বোঝেই না, তারা সত্যের অনুসারী। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আর তাদের দেশের প্রেক্ষাপট অনেক পার্থক্য। এ দেশের কিছু মানুষ ছোট বেলা থেকে লোভী হয়ে গড়ে ওঠে। তাই সূচনা থেকেই যদি লোভ বা চুরি বন্ধ করা যায় তাহলে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জনাব নুরুন্নাহার এ্যানি, সহকারী কঞ্জারভেন্সি অফিসার বলেন, বাংলাদেশের মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে আছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার অবস্থান। একজন সরকারি চাকুরিজীবীর অনেক গুণাবলি থাকা বাঞ্চনীয়। দুর্নীতি, মিথ্যাচার, ঘুষ ইত্যাদি বর্জন করে নৈতিকতা বা ন্যায় পরায়নতার পথ অবলম্বন এবং সত্যপথ ধারণ করা সকলের উচিত। দেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ২০৩০ মধ্যে এসডিজি অর্জনে সক্ষম হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে বা মাঠ পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে তাহাই বিচার্য বিষয়। কেসিসি'র শ্রমিকরা নিবেদিত হয়ে কাজ করে এবং তাদের চাওয়া-পাওয়া বেশি নয়, একটু কিছু পেলেই তারা আন্তরিক হয়ে কাজ করে। পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের সকলের আন্তরিক হতে হবে। দেশের বাইরে গেলে রাস্তায় চলার সময় কাগজ বা ময়লা যেখানে সেখানে ফেলি না। কিন্তু দেশে এসে আমরা সেই কাজটি আবার করি। এ জন্য নিজের দেশের প্রতি আন্তরিক হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে এ দেশ আমাদের। সকল ক্ষেত্রে এদেশকে এগিয়ে নিতে সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তেমনিভাবে মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে এগিয়ে নিতে আন্তরিক হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়রস প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত নং আসন নং-৫, কেসিসি বলেন, মেয়র মহোদয়ের নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার কারণে খুলনা সিটি কর্পোরেশন একটা স্বচ্ছ অবস্থানে পৌঁছেছে। কেসিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতি কে যদি 'না' বলে দেয় তাহলে নগর পিতার স্বচ্ছতা আরো সার্থক হয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। আর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। অফিস, আদালতে এমনকি সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা তাঁর একার কর্তব্য না, আমাদের সকলেরই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আমরা কেহ কোথাও দুর্নীতি করবো না এবং সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। তাহলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এগিয়ে যাবে তথা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, আজ আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১ সারা দেশে পালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য বিভাগসহ খুলনা সিটি কর্পোরেশনে মানব বন্ধন, র‍্যালী, আলোচনা সভা ইত্যাদি দুর্নীতি বিরোধী কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। যে জাতি দুর্নীতিগ্রস্থ, উন্নতিতে সে জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। ২৩ বছর পাকিস্তান শাসন আমলে এদেশ ঘুষ, অনাচার, অত্যাচার ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছিল। ১৯৭০ সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে ১৬৯টি আসনের মধ্যে বাঙ্গালীরা ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবুও পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসকদল জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নাই। বঙ্গবন্ধু এক সময় ১৩ বছর পাকিস্তানের জেলে ছিলেন। তারপর পাকিস্তান শাসন আমলে তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে জনগণের জন্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে সাধারণ সম্পাদক করে "আওয়ামী মুসলীম লীগ" দল গঠন করেন। পরে মাওলানা ভাসানীর সাথে মতনৈক্য হলে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ গঠন হলো। এছাড়া চাকরির ক্ষেত্রে পূর্বক পাকিস্তানের লোকদের কোন সুযোগ ছিল না। ৬-দফা দাবী আদায়ের আন্দোলন তখন মানুষের সমর্থন ছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয় এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ায় পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ৯ মাস যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইশতেহারের মূল মন্ত্র ছিল "দুর্নীতি প্রতিরোধ" করা। বাংলাদেশে সরকার গঠনের পর সংবিধানে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং "দুর্নীতি প্রতিরোধ" করার কথা বলা ছিল। কিন্তু ৩ বছর সাড়ে আটমাস ক্ষমতায় থাকার পর ১৯৭৫ সালে ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধানকে হত্যার বিচার না করে হত্যাকারীদেরকে অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে লালন করেছে। দুর্নীতিতে অবস্থান করার কারণে দেশ এগিয়ে যেতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সারাদেশে রাস্তা ঘাটের উন্নয়নসহ পদ্মা ব্রীজ নির্মাণ, মোংলা সমুদ্র বন্দর উন্নয়ন, মোংলা ইপিজেড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেখানে পাঁচ হাজার মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। খুলনা-মোংলা রেল লাইন নির্মাণ এর কাজ চলমান, রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, রূপসা ব্রীজ ইত্যাদি শেখ হাসিনার অবদান। নীতি নিয়ে কাজ করলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন অবশ্যই এগিয়ে যাবে। শুধু দুর্নীতি দিবস পালন করলে হবে না, প্রকৃত পক্ষে নীতিবান হতে হবে এবং দুর্নীতি বর্জন করতে হবে। সকালে এবং টিফিনের পরে দেরি করে অফিসে আসাও এক ধরনের দুর্নীতি। তাই তিনি কেসিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে যথা সময়ে অফিসে আসা এবং যার যা দায়িত্ব তা নৈতিকতার সাথে যথাযথভাবে পালন করার আহবান জানান এবং তিনি কেসিসি'র সকল স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক কেসিসিকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

জনাব নাজিবুল আলম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কেসিসি বলেন, দুর্নীতি দমন করা এবং দুর্নীতি বিরোধী প্রচারনা যেমন মাইকিং, লিফলেট বিতরণসহ সব ধরনের প্রচার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এপিএ এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন করলে সিটি কর্পোরেশন তথা দেশ দুর্নীতি মুক্ত হবে। দুর্নীতি বা নৈতিকতা বহির্ভূত কাজ বর্জন করলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এগিয়ে যেতে পারবে। তাই সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে বিসর্জন দিয়ে এবং নীতিগত দিক বজায় রেখে কাজ করে সফলতা লাভ করার আহবান জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নম্বর	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক কেসিসিকে দুর্নীতিমুক্ত গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল বিভাগ/শাখা
২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল বিভাগ/শাখা

০৯/১২/২১
নাজিবুল আলম
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ও
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

স্মারক নম্বর- কেসিসি/প্রবি/সা/শাখা/প্র-২২৮(অংশ-৪)/২১-৯৮৬ তারিখ - ৯/১২/২০২১

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নম্বর.............,কেসিসি।
২। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। আইটি ম্যানেজার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সি.এ.টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। সংশ্লিষ্ট নথি।

০৯/১২/২১
নাজিবুল আলম
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ও
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।